ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ

জানুয়ারি ২০১৪ - অক্টোবর ২০১৮

সার-সংক্ষেপ

২৮ আগস্ট ২০১৯

পার্লামেন্টওয়াচ:দশম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন

উপদেষ্টা

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান

শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
জুলিয়েট রোজেটি, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা

মোরশেদা আক্তার, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
নিহার রঞ্জন রায়, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা(খন্ডকালীন)

প্রকাশ চন্দ্র রায়, মো. সাইদুল ইসলাম, সাদিয়া আহমেদ, ইফফাত শারমিন, ইফফাত আনজুম, মোহাম্মদ জিহাদ হোসেন, দেওয়ান মোহাম্মদ শোয়াইব, আশফাকুজ্জামান চৌধুরী, ইকরা শামস চৌধুরী, সাঈদা বিনতে আসাদ, সৈকত আলম শান্তনা, ফারহানা রানি এবং নাজমিন সুলতানা।

কারিগরি সহযোগিতা

আবু সাঈদ মো. আব্দুল বাতেন, সিনিয়র ম্যানেজার-আইটি, এ এন এম আজাদ রাসেল, ম্যানেজার-আইটি এবং টিআইবি'র অফিস সহকারীরা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা

তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা সহযোগিতা করেছেন। তথ্য সংগ্রহ ও দশম সংসদের পূর্ববর্তী প্রতিবেদনসমূহ প্রণয়নে সহযোগিতা করেছেন ফাতেমা আফরোজ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং অমিত সরকার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি। এছাড়াও টিআইবি'র অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরানো)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: + ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮-৮৯, ফ্যাক্স: + ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: **info@ti-bangladesh.org**
ওয়েবসাইট:**www.ti-bangladesh.org**

সার-সংক্ষেপ

১.১ প্রেক্ষাপট

জাতীয় সংসদ জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। সংসদের মূল কাজ - আইন প্রণয়ন, জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। সংসদ সদস্যগণ সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো, এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ (১) ধারায় সুনির্দিষ্ট বিধান সাপেক্ষে সংসদকে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০' এর লক্ষ্য ১৬.৬ ও ১৬.৭' এ যথাক্রমে সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ এবং সংবেদনশীল (তৎপর), অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া,'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র ২০১২' এ সংসদে আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যক্রম তদারকির মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহতকরণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া, ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন এবং কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন - এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় উন্নয়নে সংসদ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক চর্চা অনুযায়ী বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ দেশের শাসন ব্যবস্থায় সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ।

বিশ্বব্যাপি ২০০টি পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন (পিএমও) সংসদীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সংসদকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ প্রস্তাব করে। বাংলাদেশে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ এবং অধিপরামর্শ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। টিআইবি'র ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দশম জাতীয় সংসদের ওপর এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত প্রতিবেদন, যেখানে দশম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম ও কার্যকরতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.২ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সংসদীয় কার্যকরতা

নবম জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুমোদন করায় দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়। নবম সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান বিরোধী জোট নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানায়। কিন্তু সরকার পক্ষের সাথে প্রধান বিরোধী জোটের সমঝোতা আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় এই জোট দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন বর্জন করে। দুই পক্ষের আলোচনার ইতিবাচক অগ্রগতি ও বাস্তবসম্মত সমঝোতার জন্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন মহলের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান বিরোধী জোটসহ দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন বর্জন করে। এই সংকটময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মাঝে নবম সংসদের পাঁচ বছর পূর্তির পূর্বে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে১৫৩ জন সংসদ সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতহয়। নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার শরীক দলসমূহ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার (৮২%) ভিত্তিতে সরকার গঠন করে। ২০১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি দশম সংসদের যাত্রা শুরু হয়। দশম সংসদে আওয়ামী লীগ ২৩৪টি আসন ও তার শরীক দল ১৩টি আসন; প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি ৩৪টি আসন এবং অন্যান্য বিরোধী ১৯টি আসনে প্রতিনিধিত্ব করে। সংসদ সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর/তদূর্ধ্ব প্রায় ৭৯%; এইচএসসি সমমানের প্রায় ১২%; এসএসসি ও তার কম ৯% সদস্য। সদস্যদের মধ্যে ব্যবসায়ী ৫৯%, আইনজীবী ১৩%, রাজনীতিক ৭%, অন্যান্য ২১% (শিক্ষক, চিকিৎসক, কৃষক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি ও সামরিক কর্মকর্তা, গৃহিনী, পরামর্শক ইত্যাদি)। জাতীয় পার্টির দ্বৈত অবস্থান - একদিকে সংসদে প্রধান বিরোধী দলের পরিচয় অন্যদিকে সরকারের অংশ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্তি যা নিজেদের বিতর্কিত অবস্থান নিয়ে পরিচিতির সংকট এবং প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তাদের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দশম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- দশম সংসদের অধিবেশনের বিভিন্ন পর্বসহ সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব, সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা;
- সংসদের ব্যবস্থাপনায় স্পিকার ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা;এবং
- সংসদীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় করতে, সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

১.৪ তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংসদ টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত সংসদ কার্যক্রমের রেকর্ড, অধিবেশন সরাসরি পর্যবেক্ষণ এবং মুখ্য তথ্যদাতার। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্র।

প্রথমে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে সংসদের কার্যক্রম শুনে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত হয়। এতে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে কার্যদিবস সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, কোরাম সংকট এবং সদস্যদের উপস্থিতি, অধিবেশন বর্জন, ওয়াক-আউট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণ, বাজেট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, পয়েন্ট অব অর্ডার, বিভিন্ন বিধিতে মন্ত্রীদের বক্তব্য, সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য, সাধারণ আলোচনা, সদস্যদের সংসদীয় আচরণ সংশ্লিষ্ট তথ্য ইত্যাদি। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের সংশ্লিষ্ট সামঞ্জস্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের তথ্যসূত্র থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

১.৫ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশক

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশকসমূহের ভিত্তিতে যে সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ -

১. **আইন প্রণয়ন কার্যক্রম:** বিল উত্থাপন, আলোচনা (সংশোধনী ও জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব), মন্ত্রীর বক্তব্য এবং বাজেট (অর্থ আইন) আলোচনা;
২. **জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত কার্যক্রম:** প্রশ্নোত্তর পর্ব ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনা, অনির্ধারিত আলোচনা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট, সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম এবং সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা;
৩. **জেন্ডার প্রেক্ষিত:** সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা এবং বিভিন্ন আলোচনা পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়;
৪. **সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা:** সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের ভূমিকাএবং সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ ও ভাষার ব্যবহার;এবং
৫. **সংসদীয় উন্মুক্ততা:** সংসদীয় কার্যক্রম ও কমিটির তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতা।

১.৬ গবেষণার সময়

জানুয়ারি ২০১৪ হতে অক্টোবর ২০১৮ সময়কালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের প্রথম হতে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. গবেষণায়প্রাপ্ত ফলাফল

২.১ দশম সংসদে কার্যদিবস ও কার্যসময়ের ব্যবহার

দশম সংসদের ২৩টি অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ৪১০, ব্যয়িত মোট সময় ১৪১০ ঘন্টা ৯ মিনিট এবং বৈঠককাল প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ৩ ঘন্টা ২৬ মিনিট। সংসদ অধিবেশনে বিভিন্ন পর্বে ব্যয়িত সময়ের হার অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় হয়েছে জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত কার্যক্রমে (৬০%), আইন প্রণয়নে (বাজেট ব্যতীত) ব্যয়িত সময় ১২%।

২.২ আইন প্রণয়ন কার্যক্রম

২.২.১ *আইন প্রণয়ন*

দশম সংসদের ২৩টি অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট প্রায় ১৬৮ ঘন্টা১২ মিনিট সময় ব্যয়িত হয় যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ১২ শতাংশ। আইন প্রণয়ন কার্যক্রম বিল পাসের আলোচনায় সরকারি দল ১১ শতাংশ, প্রধান বিরোধী দল ৬৭ শতাংশ এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা ২২ শতাংশ সময় ব্যয় করেছেন। দশম সংসদে পাসকৃত বিলসমূহের সময় বিশ্লেষণে দেখা যায় বিলগুলো উত্থাপন এবং বিলের ওপর সংসদ সদস্যদের আলোচনা ও মন্ত্রীদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ৩১ মিনিট।উল্লেখ্য, দশম সংসদের অধিকাংশ বিল (৭১%) ১-৩০ মিনিটের মধ্যে পাস হয়। এক্ষেত্রে, ভারতে ১৬তম লোকসভায় প্রতিটি বিল পাসের আলোচনায় গড়ে প্রায় ১৪১ মিনিট ব্যয় হয়। এই সংসদে ১৯৩টি সরকারি বিল পাস হলেও কোনো বেসরকারি বিল পাস হয়নি।

বিলের ওপর আপত্তি উত্থাপনে ১১ জন সংসদ সদস্য, বিলের ওপর সংশোধনী বিষয়ক আলোচনায় ৩১ জন সদস্য এবং বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় ৩৫ জন সদস্যের অংশগ্রহণ (প্রধান বিরোধীদলীয় ৬ জন, অন্যান্য বিরোধী

সদস্য ২ জন আইন কার্যক্রমের সকল ধরনের অলোচনায় অংশগ্রহণ করেন) ।বিলের ওপর সংশোধনী এবং যাচাই-বাছাই প্রস্তাব-এর ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের তুলনামূলক সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষণীয় ।খসড়া বিল পর্যালোচনা করার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণে এবং আইন সম্পর্কিত আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের আগ্রহের ঘাটতি এবং পূর্ববর্তী সংসদের মতই বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কণ্ঠভোটে নাকচ হওয়ার পাশপাশি আইন প্রণয়নে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের চর্চার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে এই সংসদে ।উল্লেখ্য, বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল, ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল, সড়ক পরিবহন বিল, বিচারপতিদের অভিসংশনের ক্ষমতা সংসদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে ষোড়শ সংশোধনী বিলের ওপর সংশ্লিষ্টঅংশীজনদের মতামত গ্রহণ করা হলেও তার প্রতিফলনের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে এ সংক্রান্ত পাসকৃত আইনগুলোতে ।স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল, ২০১৪ প্রথমে কণ্ঠভোটে ও পরে বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে (৩২৭-০ ভোটে) পাস হয় যাবাংলাদেশের সংসদীয় চর্চায় নিরঙ্কুশ ভোটে সংবিধান সংশোধন বিল পাস হওয়ার দৃষ্টান্ত ।পাসকৃত বিলের ওপর যেসকল সংশোধনী সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে বিলের বিভিন্ন দফায় বাক্য পুনর্গঠন এবং সমার্থক শব্দাবলী ও বিরাম চিহ্ন সংযোজন-বিয়োজনের প্রাধান্য পেয়েছে।

২.২.২ *বাজেট আলোচনা*

দশম সংসদে পাঁচটি বাজেট অধিবেশনের আলোচনায় ব্যয়িত মোট সময় প্রায় ৩৩৭ ঘন্টা ৫৬ মিনিট যা সংসদের মোট সময়ের প্রায় ২৪ শতাংশ। মোট সদস্যের ৮৯ শতাংশ বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থবছরগুলোর ব্যর্থতা প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রদান করেন। সরকারি দলের সদস্যরা ৭৭ শতাংশ, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ১৮ শতাংশ এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা ৫ শতাংশসময় বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বাজেটের বাড়তি আবগারি শুল্ক, বাড়তি ভ্যাট এবং সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমানো এবং সরকারের আর্থিক ও অন্যান্য অনিয়ম বিষয়ে বিরোধী দলের সদস্যদের পাশাপাশি সরকারি দলের সদস্যরাও কড়া সমালোচনা করেছেন। বাজেট বিষয়ক সমালোচনার ক্ষেত্রে সরকারি দলের সদস্যদের স্বাধীন মত প্রকাশের চর্চা দেখা গেলেও সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সার্বিকভাবে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। এক্ষেত্রে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলে হাইকোর্টের রায়ের পর্যবেক্ষণেও বলা হয় - "সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যদের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে। সংসদে দলীয় অবস্থানের বিষয়ে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা তাদের নেই। এমনকি যদি দলীয় সিদ্ধান্ত ভুলও হয়, তাহলেও নয়। তারা দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে সংসদ সদস্যরা তাদের রাজনৈতিক দলের নীতিনির্ধারকদের কাছে জিম্মি।" প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা বাজেট আলোচনায় খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থ বছরগুলোর ব্যর্থতা প্রসঙ্গসমূহ তুলে ধরেছেন যা প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্টতার ইতিবাচক প্রতিফলন। তবে, সদস্যদের বক্তব্যে বাজেট সম্পর্কিত মূল আলোচনার বাইরে দলীয় প্রশংসা, সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সম্পর্কে সমালোচনা এবং কটুক্তি ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য পূর্বের মত বিদ্যমান ছিল।

২.৩ জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত কার্যক্রম

২.৩.১ *সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি*

দশম সংসদের মোট ৪১০ কার্যদিবসের উপস্থিতির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সার্বিকভাবে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি প্রতি কার্যদিবসে ২২২ জন যা মোট সদস্যের ৬৩ শতাংশ ।সরকারি দলের সংসদ সদস্যের মধ্যে ৩১ শতাংশ সদস্য অধিবেশনের মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন ।প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের ৩১ শতাংশ এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের ৩৭শতাংশ সদস্য এবং ১৭ শতাংশ মন্ত্রী মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশী কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিরোধী সদস্যদের উপস্থিতি নবম সংসদের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও মন্ত্রীদের উপস্থিতি হ্রাস পেয়েছে। নবম সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ উপস্থিতি ছিল ২৫ শতাংশের কম কার্যদিবসে। অর্থাৎ প্রধান বিরোধী দলের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। সংসদ নেতা মোট কার্যদিবসের ৩৩৮দিন (প্রায় ৮২শতাংশ) উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে ২৪২ দিন (প্রায় ৫৯ শতাংশ) উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতা উভয়ের উপস্থিতি নবম সংসদের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও, বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি সংসদ নেতার তুলনায় এখনও উল্লেখযোগ্যহারে কম।

অন্যদিকে জাতীয় সংসদের (চতুর্দশ থেকে তেইশতম) অধিবেশন পর্যন্ত সরকার দলীয় একজন সদস্য এবং প্রধান বিরোধীদলীয় একজন সদস্য সংসদে উপস্থিত ছিলেন না। তাদের দুজনের বিরুদ্ধেই ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগের বিচার চলমান ছিল। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে এই দুই সংসদ সদস্য সংসদে যোগদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে জাতীয় সংসদে স্পিকারের নিকট আবেদন জানালে সংসদ সচিবালয় এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে আবেদনপত্রগুলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন।

২.৩.২ *ওয়াকআউট ও সংসদ বর্জন*

দশম সংসদে প্রধান বিরোধীদলীয় বা অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা সংসদ বর্জন করেন নি; তবে প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিরোধী সদস্যগণ (স্বতন্ত্র) মোট ১৩ বার ওয়াকআউট করেন। ওয়াকআউটেরউল্লেখযোগ্য কারণগুলো নিম্নরূপ:

- অনির্ধারিত আলোচনা পর্বে পর্যাপ্ত কথা বলার সুযোগ না দেওয়ার প্রতিবাদে;
- অবরোধের সময় মানুষকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে বেগম খালেদা জিয়াকে অভিযুক্ত করে তাকে হুকুমের আসামী না করার প্রতিবাদে;
- গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবিতে;
- বিল সংক্রান্ত বিষয়ে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন এবং বক্তব্য প্রদানের সময় বরাদ্দ না পাওয়ার প্রতিবাদে;
- 'সুপ্রিম কোর্ট জাজেস (রেমুনারেশন অ্যান্ড প্রিভিলেজেস) (সংশোধন) বিল ২০১৬' উত্থাপনের বিরোধিতা করে;
- 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিল ২০১৬' এর ত্রুটি থাকা স্বত্ত্বেও সংসদে তা পাস করার প্রতিবাদে;
- ব্যাংক কোম্পানি বিলের ওপর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ না দেওয়ার প্রতিবাদে;
- প্রধান বিরোধী দলের আপত্তি থাকা স্বত্ত্বেও বিল পাস করার প্রতিবাদে;
- সিদ্ধান্ত প্রস্তাব এর ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার প্রতিবাদে;
- বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনায় বিরোধী দল কর্তৃক প্রেরিত নামের তালিকা অনুযায়ী সুযোগ প্রদানে বিলম্ব হওয়ার প্রতিবাদে; এবং
- বাংলাদেশ বিমানের চেয়ারম্যানের অপসারণের দাবিতে।

২.৩.৩ *কোরাম সংকট*

দশম সংসদের ২৩টি অধিবেশনে মোট ১৯৪ ঘন্টা ৩০ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয় যা ২৩টি অধিবেশনের প্রকৃত মোট সময়ের১২ শতাংশ। ২৩টি অধিবেশনে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ২৮ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। সংসদ কার্যক্রম শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময় থেকে কার্যক্রম শুরুর সময় পর্যন্ত এবং নামাজ বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশন শুরু পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে কোরাম সংকট গণনা করা হয়। প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত কোরাম সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য[১]১৬৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৬৩ টাকা।

২.৩.৪ *প্রশ্নোত্তর পর্ব*

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব মোট ৫৭টি কার্যদিবসে অনুষ্ঠিত হয়, এ পর্বে মোট সময়ের ৩% ব্যয় হয়। সরকারি দলের সদস্যরা ৬৩%, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ১৮%, অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা ১৯% সময় এ পর্বে অংশগ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীকে যে বিষয়গুলো নিয়ে সদস্যরা প্রশ্ন করেন তা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছিলো উন্নয়ন পরিকল্পনা ও দারিদ্র বিমোচন (৭৫%) সংক্রান্ত। এ পর্বের উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ হলো প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার পরিবর্তে তার বিভিন্ন কার্যক্রম ও অর্জন নিয়ে সংসদ সদস্যদের আলোচনা।

অন্যদিকে, মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ২১১টি কার্যদিবসে মোট ২৫৬ জন সদস্য অধিবেশনের প্রায় ১৬ শতাংশ সময় অংশ নেন। উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (৯২টি) মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। প্রশ্নের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উন্নয়ন প্রকল্প (স্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম), পরিকল্পনা প্রস্তাব ও অবকাঠামো স্থাপন নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্ন ছিল সবচেয়ে বেশী (৩৮%)। এছাড়া সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে বিদ্যমান সম্পদ, আয়-ব্যয় ও বরাদ্দ অর্থের হিসাব, বিদ্যমান নিয়ম-নীতি ও পদক্ষেপসমূহ, বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ প্রস্তাব করে সদস্যরা প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

২.৩.৫ *সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)*

এই পর্বে ১০৫টি নোটিস উত্থাপিত হয়, আলোচিত হয় ৭০টি, স্থগিত করা হয় ৩২টি। আলোচিত ৭০টি নোটিসের মধ্যে ৬৭টি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক প্রত্যাখাত হয় যা উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সংসদ সদস্যদের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়। দ্বিতীয়, দ্বাদশ এবং পঞ্চদশ অধিবেশনে একটি করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। গৃহীত তিনটি প্রস্তাব ছিল- *মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যদের তালিকাটি জরুরী ভিত্তিতে আনার উদ্যোগ গ্রহণ*, *"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা" এবং "গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতকারীদের শাস্তির জন্য*

---

[১]সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় অর্থমূল্য প্রাক্কলন করার জন্য দশম সংসদ চলাকালীন অর্থবছরগুলোতে জাতীয় সংসদের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। এই প্রাক্কলনটি সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় ব্যয়ের একটি ধারণা দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

আইন প্রণয়ন করা"-র প্রস্তাবগুলো সংসদে সংশোধিত আকারে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সদস্যরা তাদের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার চাহিদা এবং জাতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্তের জন্য যেসকল প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার মধ্যে নতুন স্থাপনা ও সেবা প্রবর্তনের প্রস্তাব সবচেয়ে বেশী (৫২%) ছিল। এছাড়াও নতুন নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার কর্মসূচি সংক্রান্ত প্রস্তাবওরয়েছে।

২.৩.৬ *জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস (বিধি ৭১; বিধি ৭১-ক)*

বিধি ৭১ অনুযায়ী জমাকৃত ৪৭৫১টি নোটিসের মধ্যে ২৮৯টি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। গৃহীত নোটিস সংসদে আলোচিত হয় এবং মন্ত্রীরা সরাসরি সেগুলোর উত্তর দেন। সর্বোচ্চ সংখ্যক নোটিস (৩৫টি) যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। যেসকল নোটিস গ্রহণ করা হয়নি তার মধ্যে মোট ১৪৩৯টি নোটিসের ওপর মোট ১৬৬ জন সদস্য বক্তব্য উপস্থাপন করেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট নোটিসের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী (২২৯টি)। উল্লেখ্য এই বিধিতে নোটিস সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবেও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করা হয়।

২.৩.৭ *অনির্ধারিত আলোচনা*

এই পর্বে মোট সময়ের প্রায় শতকরা ৫ ভাগ সময় ব্যয়িত হয়, মোট ১৩৩ জন সদস্য বক্তব্য রাখেন। অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়সমূহের মধ্যে সদস্যদের উত্থাপিত বিষয়সমূহের ধরন পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, জাতীয় সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী (৩৩%) আলোচনা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ধরনের মধ্যে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বা সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতি, আইন শৃঙ্খলা (জননিরাপত্তা) ও বিচারিক সেবা, সমালোচনা ও নিন্দা, সংসদীয় আচরণ ও সাংবিধানিক নীতি, সরকার ও সরকার প্রধানের জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২.৩.৮ *রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা*

এই আলোচনা পর্বে মোট সময়ের প্রায় ২২% ব্যয়িত হয় যেখানে সরকারি দল ৮৩%, প্রধান বিরোধী দল ১২%, অন্যান্য বিরোধী সদস্য ৫% সময় আলোচনায় অংশ নেয়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কিছু অংশ এবং সদস্যদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনার প্রস্তাব এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ ছাড়া বক্তব্যে প্রাধান্য পেয়েছে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোট সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার (কটুক্তি, আক্রমণাত্মক ও অশ্লীল শব্দ) ব্যবহার এবং অন্য দলের শাসনামলের কার্যক্রমের ব্যর্থতা। এছাড়াও সুশীল সমাজ ও আন্তজার্তিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও বিভিন্ন অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। সংসদ নেতা এবং বিরোধী দলীয় নেতা উভয়ের বক্তব্যে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আলোচনার পাশাপাশি সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের নেতা ও কর্মীদের সমালোচনাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

২.৩.৯ *অন্যান্য আলোচনা*

সাধারণ আলোচনায় মোট ১৩১ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এই পর্বে মোট সময়ের প্রায় ৪ শতাংশ ব্যয়িত হয়। জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন চুক্তি ছাড়া সম্পাদিত সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণের সাংবিধানিক বিধান থাকলেও এই সংসদে কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি।

সার্বিকভাবে মোট ৩৪২ জন সংসদ সদস্য এই পর্বগুলোর কোনো না কোনো পর্বে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১০টি পর্বে অংশগ্রহণ করেন ৬ জন সদস্য এবং কমপক্ষে ১টি পর্বে অংশগ্রহণ করেন ১৮ জন সদস্য।

২.৩.১০ *সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম ও সুপারিশ*

দশম সংসদের ২৩টি অধিবেশনে৪৮টি কমিটি মোট ১৫৬৬টি সভা করে। এর মধ্যে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ ১০৮টি সভা করে। উল্লেখ্য, বিধি অনুযায়ী প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি সভা করেছে মাত্রদুইটি কমিটি।কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংসদে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কমিটির সদস্য মনোনয়ন করা হয়েছে। আটটি কমিটিতে সদস্যদের (সভাপতিসহ) কমিটি-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা পাওয়া যায় যা কার্যপ্রণালী বিধি ১৮৮-এর ২ উপবিধির লঙ্ঘন। প্রকাশিত ও প্রাপ্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের হার ৪৫%; কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা না থাকা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্তরায়। বিভিন্ন কমিটির প্রদত্ত সুপারিশ পর্যবেক্ষণ করে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত সুপারিশ পাওয়া যায় (বিস্তারিত মূল প্রতিবেদনে)। কিছু উল্লেখযোগ্য সুপারিশ নিম্নে দেওয়া হল -

- দুর্নীতিতে জড়িত থাকা স্বত্ত্বেও বেসিক ব্যাংকের পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের দুদক আইনে দোষী সাব্যস্ত না করায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ এবং এদের শাস্তি যাতে নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ সংক্রান্ত সুপারিশ;
- সরকারি হাসপাতালগুলোতে ওষুধ ক্রয়ে অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে বা অচল গাড়ির নামে জ্বালানি বিল তৈরী ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ, টেন্ডার সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিতকরণ এবং ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ;
- পনেরো লক্ষ শ্রমিক প্রেরণের ব্যাপারে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো যাতে কোনো দুর্নীতির আশ্রয় নিতেনা পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার পরামর্শ;

- খুলনা ১৫০ মেগা পিকিং পাওয়ার প্লান্টে দুর্নীতি বা অনিয়ম হয়েছে কি না তা তদন্ত করতে তিন সদস্যের কমিটি গঠনের সুপারিশ;
- নাইকো দুর্নীতি মামলার কার্যক্রম যথাযথভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুপারিশ;
- সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংকের দুর্নীতি অনিয়ম চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ;
- খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, গুদামের খাদ্য কারচুপির বিষয়ে তদন্ত করে দায়ী কর্মকর্তাদের বরখাস্তের সুপারিশ;
- বই ছাপানো সংক্রান্ত অনিয়ম দুর্নীতি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ;
- স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধকল্পে একটি সিস্টেম ও নীতিমালা স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রণয়নের সুপারিশ;
- দক্ষিণাঞ্চলে নির্মিত সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণে দুর্নীতি। সেন্টারগুলোর কাজ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সরেজমিনে পরিদর্শন করে পরবর্তী বৈঠকে প্রতিবেদন প্রদানের সুপারিশ;
- অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প (টিআর) - এর বরাদ্দের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান;
- দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ লুটপাটের ঘটনা কিভাবে ঠেকানো যায় তার উপায় খুঁজে বের করতে কার্যকর গবেষণা করার সুপারিশ প্রদান; এবং
- মোবাইলে উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ ইত্যাদি।

স্থায়ী কমিটিগুলোর সভায় গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং কমিটির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় থেকে প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় কমিটি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়না। প্রতিবেদন তৈরির সুনির্দিষ্ট কাঠামো না থাকায় একেকটি কমিটির প্রতিবেদন কাঠামো একেক রকম, ফলে কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতির চিত্র সুনির্দিষ্টভাবে দৃশ্যমান নয়। এছাড়া, পিটিশন কমিটির মাধ্যমে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরাসরি অভিযোগ করার সুযোগ থাকলেও প্রচারণার ঘাটতির কারণে এটি কার্যকর নয়।

২.৩.১১ সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা

প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করলেও সরকারের মন্ত্রীসভায় প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি এবং দশম সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রধান বিরোধী দলের বিতর্কিত অবস্থানের কারণে তাদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। এর মধ্যে সংসদীয় কার্যক্রমে সরকার দলীয় সদস্যদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটকে নিয়ে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার, সরকারে তাদের দ্বৈত অবস্থান উল্লেখযোগ্য। আইন প্রণয়ণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্বে জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে আলোচনা করা, প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় ওয়াকআউটের মতো সিদ্ধান্ত নিলেও তাদের প্রস্তাবসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতে দেখা যায় না। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আর্থিক অনিয়ম নিয়ে সরকারের দৃষ্টি অকর্ষণ করতে দেখা যায়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে যথেষ্ট সময় না দেওয়ায় প্রধান বিরোধী সদস্যদের ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে দেখা যায় *"আমরা সরকার বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নই। আমাদের কথা বলতে দিতে হবে। অন্যথায় আগেই বলে দেবেন - কোনো কিছুই বলবো না। কথা বলতেই সংসদে আসি। কথা বলা যদি বন্ধ করতে বলেন, তাহলে সংসদে এসে হাজিরা দিয়ে চলে যাব। মন্ত্রীরা যখন পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়ান, তখন তাঁরা তো দীর্ঘ সময় কথা বলার সুযোগ পান।"*

২.৪ সংসদীয় কার্যক্রমে জেন্ডার প্রেক্ষিত

২.৪.১ নারী সংসদ সদস্যের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা

এই তেইশটি অধিবেশনে মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশী কার্যদিবসে ৫৩ শতাংশ নারী সংসদ সদস্য উপস্থিত ছিলেন, যেখানে পুরুষ সদস্যদের উপস্থিতি ছিল ২৬ শতাংশ। সরকারি দলের সংরক্ষিত নারী আসনেরএকজন সদস্যসংসদ কার্যক্রমেরসর্বোচ্চ ১০টি পর্বে অংশগ্রহণ করেছেন।প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে ১৪ জন (৯ জন সংরক্ষিত আসন), মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ৫০ জন (সংরক্ষিত আসনের ৩৯ জনসহ) নারী সদস্য অংশগ্রহণ করেন। ১১ জন নারী সদস্য বিলের ওপর আপত্তি, জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাব দেন। জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ৭১ বিধিতে ২১ জন নারী সদস্য ৬টি নোটিসের ওপর এবং ৭১ (ক) বিধিতে ৩৯ জন নারী সদস্য ৩৫টি নোটিসের ওপর আলোচনা করেন। এছাড়া, ৬৭ জন নারী সদস্য মূল বাজেট আলোচনায় এবং ৬৭ জন নারী সদস্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় বক্তব্য রাখেন। আইন প্রণয়ন ও প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে কম। নারী সদস্যদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হলেওসংসদীয় আলোচনায় নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম।তবে সংসদের কোন না কোন কার্যক্রমে সকল নারী সদস্য অংশ নিয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায় সংসদে নারী সদস্যদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটলেও আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় নারী সদস্যদের ভূমিকা এখনও প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। তবে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এই অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব।

২.৪.২ *বিভিন্ন আলোচনা পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়*

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, বাজেট আলোচনা, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব, অনির্ধারিত আলোচনা, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস, সাধারণ আলোচনা পর্বে নারী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন ও আলোচনা হয়। বিভিন্ন পর্বে আলোচিত বিষয় ছিল নারীর কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, ঋণ বা অনুদান বিতরণ, অবকাঠামো স্থাপন, নির্যাতন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি, নারীদের সার্বিক উন্নয়ন এবং নিরাপদ অভিবাসন ইত্যাদি।

২.৫ সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা:*সদস্যদের আচরণ ও ভাষার ব্যবহার এবং সংসদীয় কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় স্পিকারের ভূমিকা*

অধিবেশনের বিভিন্ন আলোচনা পর্বে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে বিভিন্ন কটুক্তি, সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক এবং অশ্লীল শব্দের ব্যবহার যা বিধি ২৭০ এর ৬ উপবিধির ব্যত্যয়। সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নিয়ম সম্পর্কে সদস্যদের নির্দেশনা প্রদান করলেও সদস্যদের এ ধরনের অসংসদীয় ভাষা (কটুক্তি, অশ্লীল শব্দ) ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি ছিল। কটুক্তি ও অশ্লীল শব্দের ব্যবহার বন্ধে সতর্ক করা বা শব্দ এক্সপাঞ্জ না করার দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় যা বিধি ৩০৭-এর ব্যত্যয়। এছাড়া কার্যপ্রণালী বিধি (২৬৭-এর উপবিধি ২, ৪, ৮) অনুযায়ী অধিবেশন চলাকালীন সময়ে গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষেত্রেও স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। উল্লেখ্য, অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সদস্যদের একাংশের সংসদ কক্ষের ভেতরে বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা করা, কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালীন সময়ে তার নিকটবর্তী আসনের সদস্যগণ কর্তৃক নিজ আসনে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলার মত ঘটনাও পরিলক্ষিত হয়েছে।

২.৬ সংসদীয় উন্মুক্ততা:*সংসদীয় কার্যক্রম ও কমিটির তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতা*

সংসদীয় কার্যক্রম টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার অব্যাহত রয়েছে যা ইতিবাচক। কিন্তু সংসদে উত্থাপিত আইনের খসড়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার প্রচলিত পদ্ধতির (জনমত যাচাই-বাছাই, সংসদীয় কমিটি কর্তৃক জনমত গ্রহণ) কার্যকরতার ঘাটতি এবং জন অংশগ্রহণের সুযোগের চর্চা এখনো সীমিত। এই সংসদের মোট ৫০টি সংসদীয় কমিটির মধ্যে ৪৫টি কমিটির ১০৫টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এগারোটি কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী কমিটির সভায় সদস্যদের সার্বিক গড় উপস্থিতি প্রায় ৫৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, দুইটি কমিটি কোনো সভা করেনি এবং কোনো প্রতিবেদনও প্রকাশ করেনি। সংসদীয় কার্যক্রমের কার্যবিবরণীসহ কমিটির প্রতিবেদনসমূহ পুস্তক আকারে প্রকাশিত হলেও তা ওয়েবসাইটে বা জনগণের জন্য সহজলভ্য নয়। এই সংসদে সদস্যদের উপস্থিতির তথ্যসহ সংসদীয় কার্যক্রমের বিবরণী, সংসদ সদস্যদের সম্পদের হালনাগাদ তথ্যসহ সংসদের বাইরে সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করার উদ্যোগের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

২.৭ অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

দশম সংসদের গঠন, বৈশিষ্ট্য এবং কথিত বিরোধী দলের আত্ম-পরিচয় সংকটসহ দ্বৈত ভূমিকা বিবেচনায় সদস্যদের উপস্থিতি, ওয়াকআউট, সংসদ বর্জন ইত্যাদি নির্দেশকসমূহের ভিত্তিতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগত তথ্য তুলনাযোগ্য নয়। তবে কিছু তুলনাযোগ্য নির্দেশকের ভিত্তিতে অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১ : অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের তুলনামূলকবিশ্লেষণ

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (২০০১-২০০৫)	নবম সংসদ (২০০৯-২০১৩)	দশম সংসদ (২০১৪-২০১৮)
আইন প্রণয়নে ব্যয়িত সময়	৯%	৮%	১২%
প্রতিটি বিল পাসের গড় সময়	২০ মিনিট	১২ মিনিট	৩১ মিনিট
কার্যদিবস-প্রতি গড় কোরাম সংকট	৩৭ মিনিট	৩২ মিনিট	২৮ মিনিট
সংসদীয় কমিটি	• সংসদ গঠনের প্রায় দেড় বছর পর কমিটি গঠন • বিরোধী দলের কোনো সদস্য কমিটির সভাপতি নয়	• প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন • ২টি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের, ১টি কমিটিতে অন্যান্য বিরোধী সদস্য	• প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন • একটি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের সদস্য
সংসদীয় কমিটির বৈঠক	• ৩টি কমিটির বিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠান	• ৩টি কমিটির বিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠান	• ২টি কমিটির বিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠান
কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতি	৬৫%	৬৩%	৫৫%
কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের হার	৫৮%	৪৩%	৪৫%

৩. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

দশম সংসদ নির্বাচনে প্রধান একটি রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ না থাকায় নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়নি, ফলে সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব হয় এবং সংসদীয় কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চা বৃদ্ধি পায়। কথিত প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করলেও সরকারের মন্ত্রীসভায় প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি এবং সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করা এবং সরকারি দলের নেতা ও জ্যেষ্ঠ সদস্যদের পক্ষ থেকেও তাদের এই সহাবস্থানকে বিভিন্ন সময়ে অনুমোদন দেওয়ায় প্রধান বিরোধী দলকে নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে প্রথম থেকেই। সংসদীয় কার্যক্রমে সরকার দলীয় সদস্যদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রধান বিরোধীদলীয় সদস্যদের সংসদের বাইরের রাজনৈতিক দল ও জোট নিয়ে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা বিভিন্ন আর্থিক দুর্নীতি ও অনিয়ম এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান ও সরকারের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করলেওকথিত প্রধান বিরোধী দলের এই আত্ম-পরিচয় সংকট ও দ্বৈত অবস্থানের কারণে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে তারা প্রত্যাশিত শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারেনি। অন্যদিকে সরকারি দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদ কার্যকর করা সংক্রান্ত অঙ্গীকারসমূহের বাস্তবায়ন দেখা যায় নি দশম সংসদে।

সংসদে উত্থাপিত আইনের খসড়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার প্রচলিত পদ্ধতির (জনমত যাচাই-বাছাই, সংসদীয় কমিটি কর্তৃক জনমত গ্রহণ) কার্যকরতার ঘাটতির ফলে জন অংশগ্রহণের সুযোগের চর্চা নিশ্চিত করা যায় নি। অন্যদিকে বাজেট আলোচনায় সরকারি দলের সদস্যদের গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে স্বাধীন মত প্রকাশের সীমিত চর্চা দেখা গেলেও সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সার্বিকভাবে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। এছাড়া, অষ্টম ও নবম সংসদের মত বিরোধী দলীয় সদস্যগণ সংসদ বর্জন না করলেও এর মাধ্যমে সংসদীয় কার্যক্রমে তারা যে ইতিবাচকভাবে অবস্থান করছে তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। সর্বোপরি, সংসদীয় কার্যক্রমের কয়েকটি নির্দেশকে (কোরাম সংকট হ্রাস, প্রতিটি বিল পাসে ব্যয়িত গড় সময় বৃদ্ধি, প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন, উভয় দল থেকে সরকারের আর্থিক ও অন্যান্য অনিয়ম তুলে ধরে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান ইত্যাদি) পরিসংখ্যানগত ইতিবাচক দিক দেখা গেলেও আইন প্রণয়নের আলোচনায় সদস্যদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ, সংসদীয় কমিটির প্রত্যাশিত কার্যকরতা ও সংসদীয় উন্মুক্ততার ঘাটতি, এবং কার্যকর বিরোধী দলের অনুপস্থিতি ও স্পিকারের জোরালো ভূমিকার ঘাটতির ফলে এই সংসদ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর ছিল না।

৪.সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ

১. সংসদকে কার্যকর করার লক্ষ্যে -

- সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে অনাস্থার ভোট এবং বাজেট ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে সদস্যদের নিজ বিবেচনা অনুযায়ী ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে।
- 'সংসদ সদস্য আচরণ আইন' প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে সংসদ সদস্যদের সংসদের ভেতরে এবং বাইরের আচরণ ও কার্যক্রম সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চর্চা অনুসারে নির্দেশনা থাকবে।
- সংসদীয় কার্যক্রম এমন হবে যেখানে সরকারি দলের একচ্ছত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তে কার্যকর বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত হবে।

সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি

২. সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করতে হবে; সদস্যদের জন্য অধিবেশনে এক্সপাঞ্জকৃত শব্দের তালিকাসহ কার্যপ্রণালী বিধির সহজবোধ্য সংস্করণ হিসেবে 'নির্দেশিকা পুস্তক' তৈরি করা যেতে পারে।

৩. সংসদে অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারকে বিধি অনুযায়ী রুলিং প্রদান ও অসংসদীয় ভাষা এক্সপাঞ্জ করার ক্ষেত্রে আরও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে।

৪. আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ সদস্যদের আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে; জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের বিস্তারিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

৫. আইনের খসড়ায় জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত বিলসমূহ সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে; সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পিটিশন কমিটিকেও কার্যকর করতে হবে।

কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধি

৬. কোনো কমিটিতে কোনো সদস্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া গেলে উক্ত কমিটি থেকে তাদের সদস্যপদ বাতিল করতে হবে।

৭. বিধি অনুযায়ী কমিটির প্রতিবেদন নিয়মিতপ্রকাশ করতে হবে।

৮. সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটিসহ জাতীয় বাজেটে তুলনামূলকভাবে বেশি আর্থিক বরাদ্দপ্রাপ্ত শীর্ষ দশটি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিসমূহের মধ্যে অর্ধেক কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধী দলীয় সদস্যদের মনোনয়ন দিতে হবে।

৯. কমিটির সভায় গৃহীত প্রদত্ত সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা, এবং ব্যবস্থা গৃহীত না হলে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখিতভাবে কমিটির পরবর্তী সভায় (বিধি অনুযায়ী এক মাসের মধ্যে) জানানোর বিধান করতে হবে।

তথ্য প্রকাশ

১০. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি, বিধি অনুযায়ী কমিটি প্রতিমাসে একটি সভা করতে ব্যর্থ হলে তার ব্যাখ্যাসহ প্রতিবেদন এবং কমিটির প্রতিবেদনসহ সংসদীয় কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ওয়েবসাইটের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে, বাৎসরিক সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে।

১১. সংসদ সদস্যদের সম্পদের প্রতিবছরের হালনাগাদ তথ্যসহ সংসদের বাইরে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করতে হবে।